গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫-১৬

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
www.mopa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫-১৬

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
www.mopa.gov.bd

প্রকাশকাল

অক্টোবর, ২০১৬

প্রকাশক

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নির্দেশনায়

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মো: মুয়াজ্জেম হোসাইন

অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ

সম্পাদনা কমিটি

১. ফারুক আহমেদ, যুগ্মসচিব
২. মো: মিজানুর রহমান, উপসচিব
৩. সালেহ আহমদ মোজাফফর, উপসচিব
৪. মো: মিজানুর রহমান, উপসচিব
৫. এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, উপসচিব
৬. মো: ফজলে রাব্বি, সিনিয়র সহকারী সচিব
৭. মো: মোস্তফা, এসাইনমেন্ট অফিসার

মুদ্রণ : বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

স্বত্ব : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

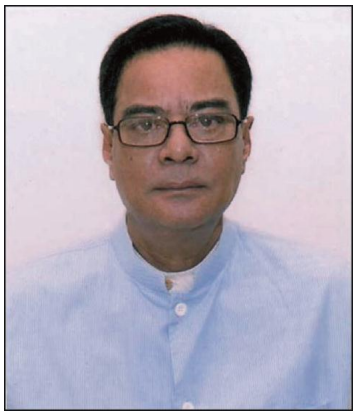

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এম.পি.
মন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সেবামুখী, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমূলক সকল কর্মসূচি যথাসময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি দপ্তরসমূহে জনবলের সঠিক আকার নির্ধারণ এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মসম্পাদনে যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ, পদায়ন ও তাদের দক্ষতা উন্নয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুঘটক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করেছে। সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা জনসমক্ষে প্রকাশের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অংশ হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থা এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গৃহীত পরিকল্পনার আলোকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা পেতে বার্ষিক প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এম.পি.
মন্ত্রী

ইসমাত আরা সাদেক, এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন ছিল সমৃদ্ধ এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এস.ডি.জি. অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশে পরিণত করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তাঁর এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে মেধাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ, সেবামুখী ও দুর্নীতিমুক্ত জনপ্রশাসন গড়ে তোলার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। জাতির পিতা এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের এ প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অংশ হিসেবে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হচ্ছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, এর অধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ প্রশাসনের ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গৃহীত পরিকল্পনার আলোকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়িত সার্বিক কার্যক্রম এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রতিবেদনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং এর মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের জবাবদিহি নিশ্চিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

Ismat Ara Sadek

ইসমাত আরা সাদেক, এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এস.ডি.জি. অর্জনে প্রজাতন্ত্রের কর্মোদ্যোগী মানবসম্পদ প্রয়োজন। প্রজাতন্ত্রের কর্মসম্পাদনে মেধাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ, সেবামুখী ও দুর্নীতিমুক্ত জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের পেশাদারিত্ব আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকণের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, মালয়শিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং ভারতের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেরণ করছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সৃজনশীল এবং উদ্ভাবনী কাজের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ উপস্থিতিতে প্রথমবারের মতো জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি, প্রতিবছরের সম্পাদিত কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং জনগণকে জানানোর নিমিত্ত 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ৬ ধারা অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে বছর শেষে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তার পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, এর সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা সকলকে অবহিত করার জন্য এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হলো। প্রতিবেদন থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত এক বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এ মন্ত্রণালয় কতটুকু সফল হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। প্রতিবেদনে এ সকল বিষয়ে পূর্ববর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে সম্পাদিত কাজের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদন সম্পর্কে কোনো মতামত অথবা পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরও জনবান্ধব, গতিময় ও ফলপ্রসূ করবে।

সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব

মো: মুয়াজ্জেম হোসাইন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

সম্পাদকীয়

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ প্রকাশিত হলো। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অংশ হিসেবে এ বছর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি, সম্পাদিত কার্যক্রম, বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহের বিবরণ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দ এবং কর্মরত কর্মচারীদের তথ্য সন্নিবেশিত করে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এ বছরের প্রতিবেদনে এস.ডি.জি. অর্জনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা, দারিদ্র্যনিরসন ও নারী উন্নয়নসংক্রান্ত কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক-এর বিবরণ, ই-গভর্ন্যান্সসংক্রান্ত কার্যাবলি, মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম, ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি তথ্যবহুল করতে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব মহোদয়, সকল অনুবিভাগ প্রধান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনার জন্য আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদনটিকে তথ্যসমৃদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণের আন্তরিক প্রয়াস ছিল। এজন্য আমি তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি এ প্রতিবেদনে প্রকাশিত যে-কোনো বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদানের জন্য সকলকে অনুরোধ করছি।

মো: মুয়াজ্জেম হোসাইন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

১.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের কার্যাবলি, প্রতিবছরের সম্পাদিত কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি জনগণকে জানানোর নিমিত্ত 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ৬ ধারা অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে বছর শেষে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা সকলকে অবহিত করার জন্য এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। প্রতিবেদন থেকে এক বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এ মন্ত্রণালয় কতটুকু সফল হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। প্রতিবেদনে সকল বিষয়ে পূর্ববর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে সম্পাদিত কাজের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

১.২ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যআয়ের দেশে পরিণত করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এস.ডি.জি. অর্জনে দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, সেবামুখী, জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে প্রজাতন্ত্রের কর্মসম্পাদনে মেধাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ ও তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। সরকারের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সরকারি দপ্তরে উপযুক্ত ও দক্ষ জনবল নিয়োগে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় :

১.২.১ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪০তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১৫ সালে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ, প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, এবং বিয়াম ফাউন্ডেশনে আলোচনা সভার আয়োজন;

১.২.২ প্রথমবারের মতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ উপস্থিতিতে ১১জন কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই কর্মসূচি ও গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট-কে জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হয়। পদক গ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত ও দলীয় অবদানের জন্য স্বর্ণপদক, এক লক্ষ টাকা, ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট প্রদান;

১.২.৩ 'সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৫'-এর খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন লাভ;

১.২.৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৬৮৩৩০টি পদ সৃজন, ৫১০৮৯টি পদ সংরক্ষণ, ৫৬১৫টি পদ স্থায়ীকরণ, ১৪৬জন উদ্বৃত্ত কর্মচারীকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে আত্তীকরণ এবং ৬২৬১টি যানবাহন টি.ও. এন্ড ই.-তে অন্তর্ভুক্তিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান করা হয়। এ সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৯ম-২০তম গ্রেডের ৭৩৯টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান;

১.২.৫ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ২টি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৩টি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২টি বিভাগ গঠনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান;

১.২.৬ ২০১৬ সালে ৩৪তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে মোট ২০২৪জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ৩৫তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে ২১৫৬জনকে নিয়োগের সুপারিশ পাওয়া যায়। ৩৬তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে ২১৮০টি এবং ৩৭তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে ১১৮২টি শূন্য পদ পূরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;

১.২.৭ ১৬জনকে সচিব, ৮৬জনকে অতিরিক্ত সচিব, ৭৫জনকে যুগ্মসচিব, ৮০জনকে উপসচিব এবং ১০ম গ্রেডের ১৩জন কর্মচারীকে নন-ক্যাডার সহকারী সচিব পদে পদোন্নতি প্রদান;

১.২.৮ জনপ্রশাসনে পেশাগত দক্ষতা অর্জন/উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি, বিয়াম ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ৯ম গ্রেডে নিয়োগপ্রাপ্ত নবীন কর্মচারী থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে

২৫০২জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সময়ে সরকারের রাজস্ব বাজেট এবং বিভিন্ন বৈদেশিক সরকার ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে ১১৪০জন কর্মচারীকে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। ৯ম গ্রেডে নবনিয়োগকৃত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ জট কমানোর জন্য বি. পি. এ. টি. সি. ছাড়াও আরও ১০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ৮৯জন কর্মচারীকে উচ্চ শিক্ষার জন্য অনুমতি প্রদান;

১.২.৯ 'জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০০৩' অনুযায়ী সামগ্রিক প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের বছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের জন্য 'প্রশিক্ষণ মডিউল' প্রস্তুত ও 'জেলা মানব সম্পদ উন্নয়ন কমিটি' গঠন;

১.২.১০ জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, সচিব, জেলা পরিষদ, পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ ভারতের মুসৌরীতে অবস্থিত National Centre for Good Governance (NCGG) এ আয়োজিত 'Mid-Career Training Programme in Field Administration for Civil Servants of Bangladesh' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ;

১.২.১১ জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের পেশাদারিত্ব আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতরকণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Strengthening Government through Capacity Development of the BCS Cadre Officials' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Duke Centre for International Development (DCID), Duke University, USA, International Training Centre of ILO (ITC-ILO), Italy এবং Macquarie University, Australia-তে ৪৭জন অতিরিক্ত সচিব, ৯৪জন যুগ্মসচিব এবং ৯৩জন উপসচিব পর্যায়ের কর্মচারীকে উচ্চতর প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়। এ প্রকল্প থেকে ৫০জন কর্মচারীকে বৈদেশিক মাস্টার্স কোর্সে প্রেরণ;

১.২.১২ ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে National E-Service System-এর আওতায় ই-ফাইলিং চালু করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই কর্মসূচির সহায়তায় E-Learning কার্যক্রম এর আওতায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও বেসিক কম্পিউটার বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২৮টি ক্যাডার কর্মচারীদের তথ্যাদি নিয়ে ডাটাবেইজ প্রস্তুত করার কাজ চলমান। ৩০জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ৪১০৪৯জন কর্মচারীর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন এবং ৪০৪৭৭জন কর্মচারীকে নতুন পরিচিতি নম্বর প্রদান;

১.২.১৩ সচিবালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি অটোমেশন করা হয়। বই গ্রহণ এবং ফেরত সহজীকরণের জন্য ২টি Check in, Check out মেশিন স্থাপন এবং ৩৭০০টি বই ই-লাইব্রেরিতে অন্তর্ভুক্তকরণ;

১.২.১৪ দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ২০১৫-১৬ সালে ৮৭টি বিভাগীয় মামলা রজু করা হয়। তন্মধ্যে ৪১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলোর মধ্যে ১২টি মামলায় লঘুদণ্ড, ৫টি মামলায় গুরুদণ্ড এবং ২৪টি মামলায় অব্যাহতি প্রদান করা হয়। ৫টি গুরুদণ্ডের মধ্যে ১জন কর্মচারীকে চাকরি হতে অপসারণ, ২জন কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান এবং ২জন কর্মচারীকে নিম্নপদে অবনমন;

১.২.১৫ বি.সি.এস. প্রশাসন ক্যাডারের কর্মচারীদের ২১৯টি পেনশন ও পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর, ১৪টি ঋণ এবং ৪৮৮টি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম ঋণ মঞ্জুরি প্রদান;

১.২.১৬ চাকরিরত অবস্থায় মৃত ১২০০জন কর্মচারীর পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। এ বছর চাকরিরত অবস্থায় মৃত কর্মচারীর পরিবারের জন্য প্রদেয় অনুদান আট লক্ষ টাকায়, গুরুতর আহত হয়ে অক্ষমতাজনিত প্রদেয় অনুদান চার লক্ষ টাকায় এবং দাফনকাফনের জন্য প্রদেয় অনুদান ত্রিশ হাজার টাকায় উন্নীত করণ;

১.২.১৭ ১৬৫জন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে গাড়ি ক্রয়ের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা সুদমুক্ত অগ্রিম প্রদান;

১.২.১৮ ১,৬৪,৭৬,৯৪২.০০ টাকা ব্যয়ে ১৫টি সার্কিট হাউজ মেরামত/সংস্কারসহ মোট ১০,০০,০০,০০০.০০ টাকা ব্যয়ে সচিবালয়ের ১,২ ও ৩ নং ভবন, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়/বাসভবন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/বাসভবন এবং সরকারি কর্মচারীদের বাসভবন মেরামত/সংস্কার;

১.২.১৯ ১৭টি আইন/বিধিমালা বাংলায় অনুবাদ করা হয়। সরকারি কাজে শুদ্ধ বাংলা ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রশাসনিক পরিভাষা, ২০১৫, পদবির পরিভাষা, ২০১৬, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরের ঠিকানাসংবলিত নির্দেশিকা প্রকাশ এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের তথ্য সংগ্রহ করে 'Statistics of Civil Oofficers and Staff-2015' প্রকাশ;

১.২.২০ স্বচ্ছ ও জবাবদিহি প্রশাসন নিশ্চিতকল্পে আবেদনকারীদের তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৪জন আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ;

১.২.২১ বিবেচ্য অর্থবছরে 'The Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985' বাংলায় অনুবাদ করে সংশোধনপূর্বক 'উদ্বৃত্ত গণকর্মচারী আত্তীকরণ আইন, ২০১৫' এবং 'The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance, 1976' বাংলায় রুপান্তর করে 'গণকর্মচারী (বিদেশি নাগরিক এর সহিত) বিবাহ আইন ২০১৫' প্রণয়ন;

১.২.২২ ৫৮টি আইন/নীতিমালা, ১২টি নিয়োগবিধিমালা, ১০টি প্রবিধানমালা এবং বিবিধ ১১০টি বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি/মতামত প্রদান;

১.২.২৩ এস.ডি.জি. ও ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;

১.২.২৪ সিভিল সার্ভিস এর সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল প্রভৃতি সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাঁদেরকে আরও বেশি দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদেরকে বৈদেশিক মাস্টার্স, ডিপ্লোমা ও শর্ট কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে Duke University, USA, International Training Centre of ILO (ITC-ILO), ITALY, Macquarie University, Australia, Bournemouth University, United Kingdom এবং Administrative Staff College of India (ASCI)-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর;

১.২.২৫ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক ১,৩৭,৩৪,৩০,৮৮২/- টাকা ব্যয়ে স্টাফ বাস পরিচালনা, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য প্রদান, শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, সাধারণ চিকিৎসা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সহায়তা প্রদান, মাসিক কল্যাণ ভাতা প্রদান, বিশেষ সাহায্য কর্মসূচি, মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ এবং যৌথবিমা পরিশোধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

১.২.২৬ মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে সকল পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, গেজেট, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের কজলিস্ট, ডেথ রেফারেন্স, ১০ম জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের যাবতীয় কাগজপত্র, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র, বাজেটসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র, বাংলাদেশের সংবিধান, বিভিন্ন বিল/আইন, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেক, পোস্টাল অর্ডার মুদ্রণ এবং বরিশাল, রংপুর ও সিলেটে তিনটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন;

১.২.২৭ কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মচারী হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগের জন্য পিএবিএক্স (PABX) সিস্টেম স্থাপন, ৬টি নতুন অপারেশন থিয়েটার, নতুন ২টি পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড, ইপিআই সেন্টার, ডিজিটালাইজড ব্যবস্থাপত্রের জন্য অটোমেশন সিস্টেম এবং ৬ শয্যার ১টি

আই.সি.ইউ. চালুর উদ্যোগ গ্রহণ, হাসপাতালের বহির্বিভাগে ১৪৮০৫৬জনকে এবং অন্তর্বিভাগে ২৮৯৩জনকে চিকিৎসা প্রদান, ৪৩০২৪জনকে প্যাথোলজিক্যাল সেবা প্রদান এবং ২০২৪জন রোগীর অপারেশন;

১.২.২৮ সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীগণের ব্যবহারের জন্য ৫০টি টয়োটা ক্যামরি হাইব্রিড কার, বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকদের ব্যবহারের জন্য ৭১টি পাজেরো স্পোর্টস জিপ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য ১০টি মোটর সাইকেল, ১২টি কেবিন ক্রুজার, ২০টি ওবিএম ইঞ্জিন এবং ৪১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয় এবং ৩৪৯৩টি যানবাহন মেরামত করে; এবং

১.২.২৯ মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় সরকার কার্যক্রমে সহযোগিতা ও সমন্বয়, নির্বাচন অনুষ্ঠান, পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ, জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা, ইনোভেশন, নিরাপদ খাদ্য ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নবীন কর্মচারীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির আয়োজন, দুর্যোগ মোকাবিলা, ত্রাণ বিতরণ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দিবসসমূহ যথাযথভাবে উদ্‌যাপন, উন্নয়ন মেলা ও উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন এবং বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

১.২.৩০ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২১৮৭৬টি বিদ্যালয় দর্শন ও ১৭০১৫টি বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং শিক্ষা প্রষ্ঠিানে মিড-ডে মিল চালু করেন।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
১.০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি		০১-০৪
২.০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি		০৪-০৬
৩.০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মবণ্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		০৬
	৩.১	উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও বার্ষিক অনুবেদন অনুবিভাগ	০৬
	৩.২	প্রশাসন অনুবিভাগ	০৬
	৩.৩	নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ অনুবিভাগ	০৭
	৩.৪	ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও ট্রেনিং অনুবিভাগ	০৮
	৩.৫	সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ	০৮
	৩.৬	শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগ	০৮
	৩.৭	আইন অনুবিভাগ	০৯
	৩.৮	বিধি অনুবিভাগ	০৯
	৩.৯	সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগ	০৯-১০
৪.০	২০১৫-১৬ অর্থবছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি		১০-২৬
৫.০	২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা		২৬-৩০
৬.০	এস.ডি.জি. অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা		৩০-৪৪
৭.০	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক		৪৪-৪৫
৮.০	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম		৪৫-৪৭
৯.০	দারিদ্র্যনিরসন ও নারী উন্নয়নসংক্রান্ত কার্যক্রম		৪৮-৫০
১০.০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থার পরিচিতি এবং কার্যক্রম		৫০
	১০.১	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.পি.এ.টি.সি.)	৫০-৫৪
	১০.২	বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি	৫৫-৫৬
	১০.৩	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন	৫৬-৫৭
	১০.৪	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	৫৭-৫৮
	১০.৫	সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর	৫৮-৬০
	১০.৬	মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	৬০-৬২
	১০.৭	সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল	৬২-৬৩

১১.০	মাঠ প্রশাসন		৬৩
	১১.১	ঢাকা বিভাগ	৬৩-৬৬
	১১.২	চট্টগ্রাম বিভাগ	৬৬-৬৯
	১১.৩	রাজশাহী বিভাগ	৬৯-৭০
	১১.৪	রংপুর বিভাগ	৭১-৭২
	১১.৫	ময়মনসিংহ বিভাগ	৭২-৭৬
	১১.৬	খুলনা বিভাগ	৭৬-৭৭
	১১.৭	বরিশাল বিভাগ	৭৭-৭৯
	১১.৮	সিলেট বিভাগ	৭৯-৮০
১২.০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট		৮০-৮১
১৩.০	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তরসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারীদের নাম ও ঠিকানা		৮২-৯৫
১৪.০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারীদের নাম, দাপ্তরিক, আবাসিক টেলিফোন, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা		৯৬-১০২
১৫.০	ফোটোগ্যালারি		১০৩-১০৮
১৬.০	সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা		১০৯-১১১